আলমডাঙ্গার কোর্টপাড়ায় ১৯৯৭ সালের মামলা নিষ্পত্তি হলো ২০২৩ সালে

আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়ার বাসিন্দা মৃত মনোয়ারা খাতুন গংয়েরা দীর্ঘ ২৭ বছর পর আবারো আদালতের রায়ে নিজ বসতবাড়ি ফিরে পেয়েছে।

১৯৯৭ সালে শুরু হওয়া আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়ার একটি দেওয়ানী মামলা ২০২৩ সালে নিষ্পত্তির পর গতকাল শুক্রবার সকালে চুয়াডাঙ্গা আদালতের নির্দেশে আদালতে নিযুক্ত প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে বিবাদীপক্ষকে ৪.৫০ শতক জমির দখল বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পূণরায় আবারো পৈত্রিক ভিটে বাড়ি ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নাজির শেখ ও তার ভাই আশাবুল হক লালু শেখ। ওই জমি কেন্দ্রিক দুশ্চিন্তায় তার বাবাকেও হারিয়েছেন বলে তারা জানান।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারী গ্রামের মৃত আমেনা খাতুনের সাথে দীর্ঘদিন পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিলো। ওই সময় স্থানীয়দের সহযোগিতায় কয়েক দফা সালিশ-বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়। আমেনা খাতুন গংয়েরা প্রভাবশালী হওয়ায় তৎকালীন সময়ে জোরপূর্বক জমি দখলের চেষ্টা চালায়। তবুও বসতবাড়ি না ছাড়তে কঠোর অবস্থান নেয় মনোয়ারা খাতুন গংয়েরা।

১৯৯৭ সালে আমেনা খাতুন বাদি হয়ে চুয়াডাঙ্গা জুডিশিয়াল আমলী আদালতে জমিসংক্রান্ত দেওয়ানী মামলা করেন। ওই মামলায় ২০০৬ সালের অক্টোবরে কোর্টপাড়ার তৎকালীন বাসিন্দা মনোয়ারা খাতুন গংয়ের বসতবাড়ি উচ্ছেদের নির্দেশ দেন আদালত। তারপরই আদালতের নির্দেশে বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি ভেঙে দেয় বাদী পক্ষ। স্থায়ী বসতবাড়ি থেকে বের হতে হয় মনোয়ারা খাতুন গংদের। বিগত ২৭ বছর যাবৎ নিজ বসতবাড়ি ছেড়ে তারা ভাড়া বাড়িতে বসবাস করছে।

উচ্ছেদ পূর্বক মনোয়ারা খাতুন বাদি হয়ে ২০০৭ সালের ২২ জুলাই হাইকোর্টে পূণরায় আপিল করেন। চলতে থাকে দীর্ঘ মামলার সাক্ষ্য গ্রহন। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর ২০১৮ সালের ৮ জুলাই হাইকোর্ট মনোয়ারা খাতুনের পক্ষে ডিক্রি প্রদান করেন। হাইকোর্ট

চুয়াডাঙ্গা জুডিশিয়াল আমলী আদালতের মাধ্যমে ডিক্রি প্রাপ্ত মালিককে জমি বুঝিয়ে দেবার নির্দেশ দেয়।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শুক্রবার সকালে চুয়াডাঙ্গা আদালতের ৬ সদস্য প্রতিনিধি দল কোর্টপাড়ায় উপস্থিত হয়ে মনোয়ারা খাতুন গংদের জমি বুঝিয়ে দেয়। তারা দীর্ঘদিন পর জমি ফিরে পাওয়ায় আনন্দে ঢোল-ঢাক বাজিয়ে নিজ বসতবাড়ির জমি বুঝিয়ে নেয়।

দর্শনায় কেরুর চুক্তিভিত্তিক ৩ শ্রমিক ১ শ লিটার বাংলা মদসহ গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনায় কেরুর চুক্তিভিত্তিক ৩ শ্রমিকে ১শ লিটার বাংলা মদসহ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানায় গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় কেরু এন্ড (কোম্পানী) বাংলাদেশ লিমিটেডের চিনিকলের প্রধান গেটে।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই শামিম রেজা এএসআই আশিকুর রহমান, শফিকুল ইসলাম, এ এস আই রাইসুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে বাংলা মদসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্মপাড়ার মৃত দুলাল মন্ডলের ছেলে কেরুজ গ্যারেজের চুক্তিভিত্তিক ড্রাইভার সাবেক মেম্বার সাইফুল ইসলাম (৪০),সহকারী হেলফার দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর চৌধুরী পাড়ার মতলেব মন্ডলের ছেলে নজরুল ইসলাম
(৩৫) ও কেরু হাসপাতালপাড়ার সাবেদ খানের ছেলে সুজন খান (৩৩) কে ৬টি প্লাষ্টিকের কন্টিনেটারে ১শ লিটার বাংলামদসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা কেরুর এডিএম ইউসুফ আলী বলেন আমি শুনেছি ১শ লিটার

বাংলামদসহ চুক্তিভিত্তিক ড্রাইভার ও দুজন হেলফারকে গ্রেফতার করেছে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার শাহা বলেন মাদকদ্রব্য আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে যার মামলা নং১। গতকালই এস আই শামীম বাদি হয়ে তাদের ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

এ ঘটনায় সচেতন মহল বলেছে কেরুজ প্রশাসনের দুর্বলতার কারনেই চুরি করেও পার পাচ্ছে চোর চক্র। কেরু প্রশাসনের দুর্বলতা না কি অন্য কোন গোপন কিছু আছে তা খতিযে দেখার দাবি সচেতন মহলের।

আলমডাঙ্গা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ট্যাপেন্টসহ আটক ২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ এক মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে স্টেশন এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় রুবেল হোসেন (২৬) ও লিজা খাতুন (২২) নামের দুই মাদক করবারীকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত রুবেল হোসেন স্টেশনপাড়ার রেজাউল হকের ছেলে ও লিজা খাতুন একই এলাকাররুবেল হোসেনের স্ত্রী।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গা স্টেশনপাড়ার মুন্নির চায়ের দোকানের সামনে মাদক বেচাকেনা হচ্ছে বলে পুলিশ গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে। সংবাদের ভিত্তিতে অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার নাথের নির্দেশে এসআই (নিঃ) দেবাশিষ মহলদার সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে রুবেল ও লিজাকে আটক করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে ১শ’ পিচ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

দামুড়হুদা ও দর্শনা উন্নয়ন মৃলক কাজ পরিদর্শনে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার

দামুড়হুদা ও দর্শনা উন্নয়ন মৃলক কাজ পরিদর্শন করলেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ। আজ বুধবার ৩০ শে আগষ্ট বুধবার সারাদিন ব্যাপী দামুড়হুদা ও দর্শনায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ পরিদর্শন করলেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে প্রথমে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে আগত সেবাগ্রহীতাদের জন্য উপজেলা পরিষদ ভবনে ওয়েটিং রুম” ক্ষনিকালয় উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু করেন, এর পর উপজেলা নির্বাহী কার্যালয় পরিদর্শন, পরিষদ চত্বরে বৃক্ষ রোপন ও নির্বাহী অফিসারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত আনসারদের জন্য আনসার ব্যারাক উদ্বোধন । তারপর পর্যায়ক্রমে কার্পাসডাঙ্গায় জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের স্মৃতিফলকে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও কবির স্মৃতি বিজড়িত আটচালা ঘর পরিদর্শন করেন,এবং আটকবর চত্বরে আট শহীদদের উদ্দেশ্যে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও আট শহীদ কমপ্লেক্স ভবনে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের বিভিন্ন দুর্লভ ছবি ও কমপ্লেক্স ভবন পরিদর্শন করেন।এরপর ডিসি ইকো পার্ক পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন রকম ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপন করেন এবং তালসারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে কথা বলেন। এ সময় বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ বৃক্ষ রোপনে গুরুত্ব দিয়ে বলেন বৃক্ষ আমাদের প্রিয় বন্ধু! বৃক্ষ ছাড়া মানবজাতি অচল। বৃক্ষ আমাদের অক্সিজেন দেয় সেই অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং বেঁচে থাকি সুতরাং আমাদের সকলকে এই বৃক্ষের প্রতি যত্নশীল হতে হবে।এবং ডিসি ইকোপার্কে আগত দর্শনার্থীদের জন্য রান্নাঘর রসুই বাড়ি ও নতুন করে পিকনিক শেডের নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করেন

এবং মধ্যান্যভজে অংশ নেন এবং পরিশেষে দর্শনা চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন এ সময় দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু পৌরসভার পক্ষ থেকে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা, কুষ্টিয়া মিরপুর বিজিবির সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এমারত হোসেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আরাফাত রহমান,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক নাজমুল হামিদ রেজা, উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মনসুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস, বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব আবু রাসেল, এনডিসি শাহাদাত হোসেন, সহকারি কমিশনার ও বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদাত হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন,দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দামুড়হুদা সদর ইউপি চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, বিভাগীয় কমিশনারের গোপনীয় সহকারী গৌতম মন্ডল প্রমুখ।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালক হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালক জহুরুল হত্যা মামলায় ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এছাড়া একই মামলায় ১ জনকে দুই বছরের কারাদণ্ড এবং ২ জনকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২টায় অতিরিক্ত দায়রা জজ-২ আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এ রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন যশোরের চাচড়ার রায়পাড়ার আব্দুস ছালামের ছেলে ফজলুর রহমান, ঠাকুরগাঁওয়ের মাধবপুর গ্রামের শ্রী গনেশ চন্দ্র রায়ের ছেলে শ্রী দিপক কুমার রায় ও গোপালগঞ্জ জেলার গাড়ইগাত গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে আবু সুফিয়ান মোল্লা। এর মধ্যে ফজলুর রহমান পলাতক রয়েছেন।

মামলার অপর এক পলাতক আসামি পিরোজপুরের সেউতিবাড়ীয়া গ্রামের মৃত সেকেন্দার আলী হাওলাদারের ছেলে জয়নাল হাওলাদারকে দুই বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া দুই আসামি চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ফার্মপাড়ার ইয়ামিন আলীর ছেলে মোহাম্মদ দিলন ও দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের ইয়াকুব আলীর ছেলে আনোয়ার হোসেনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, ২০১১ সালের ১০ আগস্ট বিকেলে দামুড়হুদার পরানপুর মাঠের একটি বেগুন ক্ষেতে ইজিবাইক চালক জহুরুল ইসলামকে গলা কেটে হত্যা করে তার ইজিবাইকটি ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় পরদিন ছয় জনকে আসামি করে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়। মামলাটি তদন্ত শেষে একই বছর ৩০ নভেম্বর ৬ জনকে আসামি করে আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দামুড়হুদা থানার উপপরির্দশক (এস আই) আরিফুর রহমান।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা; এসআই হাদিউজ্জামান গুরুত্বর আহত

চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাদিউজ্জামান গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে স্থানীয় ফাতেমা ক্লিনিকে নেয়। পরে সেখানে তার অবস্থা খারাপ হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৩০ আগস্ট) দুপুর দেড়টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার উত্তরা তেলপাম্প সংলগ্ন স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি বিপ্লব কুমার নাথ সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আহত ওই পুলিশ সদস্য চুয়াডাঙ্গায় অফিসিয়াল কাজে

মোটরসাইকেলে নিয়ে যাচ্ছিলো। সে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের উত্তরা তেলপাম্পের নিকট হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনায় পতিত হন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে ফাতেমা ক্লিনিকে নেয়। তার অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়া কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে উপজেলা চোরাচালান ও আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার (৩০ আগস্ট) সকাল সাড়ে দশটার সময় উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে চোরাচালান ও আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকী সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও আইনশৃঙ্খলা কমিটির উপদেষ্টা এম এ খালেক, পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা সুপ্রভাত রানি,গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) মনজিৎ কুমার নন্দি, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান, বামন্দি ইউপি চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, কাজীপুর ইউপি চেয়ারম্যান মুহা. আলম হুসাইন, তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, গাংনী উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলীসহ বিজিবি,সরকারি কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্তসহ ৪ জন গ্রেফতার

৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত একজনসহ বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আজ বুধবার (৩০ আগস্ট) সকাল ১০ টার দিকে সদর থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ১৪৩১/২০ নং মামলার আসামি সদর উপজেলার মনোহারপুর গ্রামের ইদ্রিস হোসেনের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে জেবু, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৪০৫/২৩ নং মামলার আসামি মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়া এলাকার মফিজুর রহমানের স্ত্রী মোছা: মাহফুজা সুলতানা, সিআর ৮৫৫/২৩ নং মামলার আসামি সদর উপজেলার পুরাতন মদনাডাঙ্গা গ্রামের বরকত আলীর স্ত্রী মাছুরা খাতুন ও সিআর ৮৫৪/২৩ নং মামলার আসামি সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের বক্কার মোল্ল্যার ছেলে পাপন মোল্ল্যা।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এতথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, সদর থানা পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার (৩০ আগস্ট) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ৭ গ্রাম হেরোইনসহ ৩

মাদক কারবারি আটক

৭ গ্রাম হেরোইনসহ ৩ মাদক কারবারিকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার সাহেবপুর ফাঁড়ি পুলিশ।

আটক মাদক কারবারিরা হলেন, সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের ইয়াকুব আলীর ছেলে আলাহামদু (২৭) একই গ্রামের হঠাৎপাড়ার মৃতু প্রভাস বিশ্বাসের ছেলে শ্রী রবিন কুমার বিশ্বাস (৪৫) ও আব্দুস সাত্তার মোল্ল্যার ছেলে ডাবলু মোল্ল্যা (৩৫)।

গতকাল মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট) দিবাগত রাত ২ টার দিকে একই উপজেলার আশরাফপুর জামতলার মোড় নামক স্থানে ইজিবাইক চেক করে ৭ গ্রাম হেরোইনসহ ওই তিনজনকে আটক করে সাহেবপুর ফাঁড়ি পুলিশের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ চন্দ্র বিশ্বাসের নেতৃত্বে একদল পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এতথ্য নিশ্চিত করেন।

এসআই বিকাশ চন্দ্র বলেন, রাত ২ টার দিকে আশরাফপুর গ্রামের জামতলার মোড় নামক স্থানে টহল পুলিশের সামনে দিয়ে ইজিবাইকে চড়ে তিন মাদক কারবারি যাচ্ছিলেন। এসময় তাদের চ্যালেঞ্জ করলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এসময় তাদের আটক করে পকেট থেকে ৭ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) স্বারণীর ৮(ক)/৪১ ধারায় মেহেরপুর সদর মামলা করা হয়েছে। মামলা নং ৪৯।

আটককৃত তিন মাদক কারবারিকে আজ বুধবার (৩০ আগস্ট) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের আয়োজনে শোক দিবসের আলোচনা সভা

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের উদ্যোগে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১১টার সময় দামুড়হুদা মডেল থানা চত্বরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,যার জন্ম না হলে এ দেশ স্বাধীন হতো না এবং আজও আমরা পাকিস্তানের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ থাকতাম, ইতিহাসের মহামানব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশের নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের শ্রেষ্ঠবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা এই আগস্ট মাসে হারিয়েছি। শোকাবহ আগস্টের সেই কালরাতে ঘাতকের নির্মম বুলেটে প্রাণ হারিয়েছেন বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ-তাদের সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি দৃঢ় নীতি, আদর্শ ও সঙ্কল্পবোধ নিয়ে তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠনে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে খুনিচক্র তাকে দেশের অভ্যন্তরে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির জনককে সপরিবারে হত্যা করেই খুনিচক্র ক্ষান্ত হয়নি। একই বছরের ৩ নভেম্বর আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব শূন্য করার জন্য কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে-বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যারা বারবার নেতৃত্ব দিয়েছেন-জাতীয় চার নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

এ হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে নেতৃত্ব শূন্যতা তৈরি করা। কিন্তু ঘাতকচক্রের ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দেইনি। আওয়ামী লীগের রক্তে ভেজা পতাকা দলীয় ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হাতে আমরা তুলে দিয়ে সেদিন আমরা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলাম। আজ তা প্রমাণিত। জাতির জনক অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর

চেতনা ধারণ করে, শোককে শক্তিতে পরিণত করেছেন। তিনি নিষ্ঠা, সততা ও সাহসের সাথে সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করতে জাতিকে সাফল্যের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী শহিদুল ইসলাম, উপজেলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আছির উদ্দিন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী। ওসি অপারেশন শফিউল আলম, সদর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, হাউলী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত নিজাম উদ্দিন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ইমাম মাওলানা মুফতি মামুনুর রশিদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু সহ দামুড়হুদা মডেল থানার কর্মকর্তাগণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই শেখর চন্দ্র মল্লিক।